DEC. 1 1 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ .....

দৈনিক জনকণ্ঠ

রংপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হয়ে গেছে নিম্নমানের বই পাঠ্য করানোর প্রতিযোগিতা

রংপুর, ১০ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পাঠ্য করা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যবসা। শিক্ষকরা হয়েছেন এর ব্যবসায়ী। নতুন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে এ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও থানা পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেনগুলোতে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে নিম্নমানের পাঠ্য পুস্তক অনুমোদন চলছে। কলেজগুলোতে চলছে স্ব স্ব কলেজের শিক্ষকদের লেখা নোটখাতার জমজমাট ব্যবসা। এতে করে একদিকে যেমন শিশু-কিশোররা মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি কিছু শিক্ষক হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের অর্থ। বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তক অনুমোদন এবং শিক্ষকদের এই হ্যান্ডনোট ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারী কোন বিধি বিধান না থাকায় দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে এ অব্যবস্থা।

এ ব্যাপারে সরেজমিন এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সরকারী, বেসরকারী, স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে বোর্ডের বইয়ের পাশাপাশি বাড়তি কিছু বই পাঠ্য করানোর ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সেসব নীতিমালা উপেক্ষা করে থাকে। আর বিভিন্ন জেলা ও থানায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেনে বই পাঠ্য করার ক্ষেত্রে নেই কোন নীতিমালা। বিদ্যালয়সমূহে বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী দ্রুত পঠন, ব্যাকরণসহ আরও কিছু বই পাঠ্য করা হয়। সেসব বইয়েরও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন থাকার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোর্ডের অনুমোদনহীন বই পাঠ্য করা হয়। ভুঁইফোড় কিছু প্রকাশক অর্থ এবং গিফটের মাধ্যমে এসব বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়ে থাকে। আর কিন্ডার গার্টেনে বোর্ডের কোন অনুমোদিত বই না থাকায় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামতো বইসমূহ পাঠ্য করে থাকে। বিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি কলেজগুলোতেও চলছে একই অবস্থা। তবে এর সঙ্গে কলেজগুলোতে যুক্ত রয়েছে নোটখাতার জমজমাট ব্যবসা।

শিক্ষকরা হয়েছেন বই ব্যবসায়ী

শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে এবং তাদের নোটখাতা ব্যবহার না করলে ভাল ফল করা যাবে না এমন বক্তব্যকে পুঁজি করে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের জিম্মি করে ফেলেছেন। প্রতিটি শহরের নামকরা প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাই প্রাইভেট ও নোটখাতার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, কোন কোন স্কুল কলেজের শিক্ষকরা বলেন, আমাদের কাছে প্রাইভেট না পড়লেও নোটখাতা ফলো না করলে আমরা বেশি নম্বর দেব না। যে কারণে ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয় প্রাইভেট পড়তে ও নোট কিনতে। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে বাধ্য করছেন তাতে করে ছাত্রদের জ্ঞান প্রসারিত হচ্ছে না। শিক্ষকরা পরীক্ষার আগে বলে দেন সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর কথা। যে কারণে ছাত্রছাত্রীরা সেই সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি শুধু পড়ে যায়। আবার এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা ১০টির মধ্যে ১৫টি প্রশ্নের উত্তর দেখিয়ে দেন এবং ১৫টির মধ্যে ১৩টিই ছাত্রদের কমন পড়ে থাকে। এ জাতীয় শিক্ষকের কাছে আবার প্রাইভেট পড়া কিংবা নোট কেনার সিরিয়াল পাওয়াই মুশকিল।

রংপুরের সরকারী কারমাইকেল কলেজ, সরকারী রংপুর কলেজ, সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজসহ এ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত কলেজের শিক্ষকরা পুরোদমে নেমে পড়েছেন নোট বিক্রির ব্যবসায়। বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইঃ ইতিহাস, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনাসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষকরা। তারা প্রতিটি বিষয়ের একসেট নোটখাতা বিক্রি করেন দু'থেকে আড়াই হাজার টাকায়। এ থেকে শিক্ষকরা হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের অর্থ।